শিবশক্তি সরস্বতী মা

১.মাম্মা নির্ভয় খুব ছিল। সে কখনো কারো থেকে ভয় পেতো না, শক্তি স্বরূপ ছিল, সদা যোগনিষ্ঠ ছিল। কর্মেন্দ্রিয় সদা তার অধীনে থাকতো। সে সদা সকলকে মাতৃ প্রেমের অনুভব করাত। এতটাই যে তার লৌকিক মাও তাকে মাম্মা বলে ডাকত।

২.মাম্মা যখন মুরলী চালাত তো সকলে এমন চৈতন্য হয়ে শুনত যে মূর্তিব্রত হয়ে যেত। মুরলী ঢের ঘন্টা চলত তো একাগ্রতার সাথে বসে শুনত। মাম্মার মুরলী এত মিষ্টি হত যে বোঝানো যাবে না। পুরো যজ্ঞে দেখা গেলে মাম্মা অনেক কম কথা বলত।

৩.ভজনে কি আছে, কেমন হয়েছে এই সব মাম্মা দেখত না। যেটা দেওয়া হত সেটাকেই স্নেহের সাথে স্বীকার করে নিত। কখনো এটা বলেনি যে আজ নুন কম হয়েছে, বেশি হয়েছে, আজ সব্জি ভালো হয়েছে, ভালো হয় নি। খাওয়ার সময়ে মাম্মা কখনো এদিক ওদিকে দেখত না। এমনি চুপচাপ বসে, খেলো আর চলে গেল। ভজনকে প্রসাদের রূপে স্বীকার করত।

৪.মাম্মার সামনে বাবা যা কিছু কথা বলত, যা কিছু শোনাত, মাম্মা কখনো কি, কিকরে এটা ভাবত না। সদা 'হ্যা বাবা', 'হ্যা জী বাবা' বলত। এত সম্মান ছিল তার বাবার প্রতি ! বাবার প্রত্যেক বোলে মাম্মার অটুট বিশ্বাস ছিল। এক বার কেও মাম্মাকে জিগেশ করেছিল, মাম্মা, প্রথমে বাবা বলত যেখানে জীত ওখানে জন্ম। আজকাল বাবা সেটার বিষয়ে কিছু বলে না, তোমার কি বিচার আছে ? তখন মাম্মা বলত, আমার বিচার কথা থেকে এসে গেল ? যেটা বাবা বলেছে সেটাই হলো আমাদের সকলের বিচার। মাম্মা কখনো নিজের বুদ্ধির অভিমান দেখায় নি।

৫.মাম্মা কখনো নিজের শো করে নি। সে কতো সেবা করত কিন্তু একবার মুখ দিয়ে বলেও নি যে আমি এত সেবা করেছি। মাম্মা ঢের মাস সেবা করে ব্যাঙ্গালোর থেকে পুনা এসেছিল। সে অনেক সেবা করেছিল কিন্তু তা সত্তেও শোনায় নি এটা- এটা সেবা করে এসেছি। মাম্মা নিজের বিষয়ে, করা কাজের বিষয়ে অন্যদেরকে বলত না। সে যত ত্যাগী ছিল,ততটাই বৈরাগী ছিল আর ততটাই তপস্বী ছিল।